অ্যার্জে

দুঃসাহসী টিনটিন

কঙ্গোয় টিনটিন

আনন্দ

অ্যার্জে

দুঃসাহসী টিনটিন

কঙ্গোয় টিনটিন

আনন্দ

কঙ্গোয় টিনটিন

বিদায়, টিনটিন। শুভযাত্রা! সৌভাগ্য তোমার সঙ্গে থাকুক।
মনে হচ্ছে তরুণ রিপোর্টারটি আফ্রিকা যাচ্ছে!

হ্যাঁ, এই একঘেয়ে জীবনে ঘেন্না ধরে যাচ্ছিল কিনা! তাই ভাবলুম, যাই, সিংহ শিকার করে আসি...

ভৌ ভৌ!
বিদায়! দেখা হবে!

কয়েক ঘন্টা পরে...

এই আপনার কেবিন, সায়েব।
বাহ্! ধন্যবাদ।

এই রে! একটা মাকড়সা!... আমার এগুলোকে সহ্য হয় না। 'সকালে মাকড়সা, মানে কপালে দুঃখ!'

গিয়ে আবার ট্রাঙ্কে ঢুকল!...দেখি কোথায় লুকিয়েছে বদমাশটা!

দুর! সাত বছরের দুর্ভাগ্য শুরু! আয়না ভেঙেছি! এ ছাড়া টিনটিনের বকুনি তো আছেই!

আহ্! এই যে আমার মশারি। অন্তত শান্তিতে ঘুমোতে পারব, মশা কামড়াবে না!

কী বিশাল কার্তুজ! নিশ্চয়ই সিংহ শিকার করার জন্য...

চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা! আমরা ডুবছি!
!

তাড়াতাড়ি! লাইফবয়টা নিতে হবে!

ওই যন্তরটা কোনও কাজের নয়!
চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা!

?
?

আরে, একটা টিয়াপাখি! একটা নির্বোধ টিয়া!
চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা

বোকা পাখি!
?

ঘেউ-উ-উ-উ!

এবার? তোকে কে বাঁচাবে?
চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা!

আমার কেবিনে এত গোলমাল কীসের?
!
কুট্টুস! সিটাকোস অসুখ টিয়াপাখি থেকেই হয় কিন্তু!
জ্যাকো খুশি!
গেছে আপদটা? টিনটিন, আমার সিটাকোস হবে না তো?
কাল দেখা যাবে...
পরদিন...
?
বেচারা কুট্টুস! লেজে দারুণ ব্যথা, না? চল, ডাক্তারকে দেখিয়ে আসি।
বেশ! যাত্রার শুরুটা যা অলুক্ষুনে হল!
ওকে একটা টিয়াপাখি কামড়েছে, ডাক্তারবাবু। কী ভাবছেন? সিটাকোস, নাকি?
হতে পারে। দেখি...
হুঁ...দেখি! না, বিশেষ কিছু নয়। একটা ইনজেকশন দিতে হবে।
কুট্টুস, ভয় পাস না। দেখবি, ঝট করে হয়ে যাবে।
ভেবো না, টিনটিন। এরকম কত হয়েছে...
কুট্টুস, কী, হল কী?
?
?
নাহ্! এর চেয়ে মরা ভাল।

ভয় পাস না, ভিতু কোথাকার! ও হল কাঠের মিস্ত্রি, তোর অপারেশন করতে আসেনি।

নে, এবার শুয়ে পড়।
না, ভয় পাইনি...মানে, আমি শুধু, মানে...ওই আর কি...বুঝেছ তো?

এসে গেছি।

শান্ত হয়ে থাকো, ছোট্ট কুকুর! এক্ষুনি হয়ে যাবে।

ভৌ-ঔ-ঔ-ঔ
হয়ে গেছে, হয়ে গেছে।

দেখবেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।
ট্রা লা লা! আমি সুস্থ।

কুট্টুসকে বাঁচানোর জন্য ধন্যবাদ, ডাক্তারবাবু।

বিদায়। আর ওই টিয়াটাকে এড়িয়ে চলাই ভাল।
বেশ!

ভৌ-ঔ-ঔ-ঔ!
?

ও কুট্টুস সোনা! আবার লেগেছে তোর!

চল, ওপরের ডেকে একটু ঘুরে আসি।

?
চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা! জ্যাকো খুশি।
আবার!...আবার সেই হতচ্ছাড়াটা! এবার ওকে মজা দেখিয়ে ছাড়ব!

কুট্টুস, না, কুট্টুস!
ভৌ ভৌ!

জ্যাকো খুব খুশি!

চাচা, আপন
প্রাণ বাঁচা!
জ্যাকো খুশি!
দাঁড়াও! তোমার এর পরের পনেরো মিনিট বিচ্ছিরি কাটবে!

চাচা আপন
প্রাণ বাঁচা

?
?

আরে! নোংরা কুকুরটা আমার হাঁড়ি হাটে ভাঙবে! ওকে এখনই মজা দেখাচ্ছি!
এই ভদ্রলোকের ব্যাপার কী? একে দেখে মনে হচ্ছে গোপন যাত্রী...

!

ওরে বাবা!
এ তো পাগল!

বাইরে লাফিয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই!

আপদ বিদায়! শুধু শুধু মেজাজটা বিগড়ে দিল!

আরে! সমুদ্রে কেউ পড়ে গেল!
রোক্কে
কুট্টুসকে এই ধাতব তার ছুড়ে দিই!
ভাল করে ধরে থাক, কুট্টুস!
তোকে টেনে তুলে আনছি।
সাবধান! একটা
ইলেকট্রিক মাছ!
বাবা রে! কারেন্ট মারছে যে! এভাবে হবে না!
এই নিন, কুকুরমশাই! ধরুন!

কুট্টুস! কুট্টুস কোথায়?
ও বোধ হয় ডুবে গেছে, সায়েব...
না! ওকে বাঁচাতেই হবে!
আপনি লাফ দেবেন না, সায়েব। জলে থিকথিক করছে হাঙর!

?
উফ! জোর বেঁচে গেছি!
সাবধান! হাঙরটা ফিরে আসছে!
ওর বুক ধুকধুক করছে তো?...ওর কিছু হয়নি তো?...উত্তর দিন, ডাক্তারবাবু!
দাঁড়ান, কথা বলবেন না। কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না!
ও বেঁচে আছে!
ভাগ্যিস!
কৃত্রিম নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করছি। ওর এখনই জ্ঞান ফিরবে।
কুট্টুস সোনা, অনেক দূর থেকে ফিরে এলি।
এবার ভিজে পোশাক বদলে নেব। তারপর একটু দিবানিদ্রা!

বেশ কিছু দিন পর...

দ্যাখ কুট্টুস! ওই যে আফ্রিকা।

ওই বিরাট নৌকোটা দেখেছিস? সাদা রঙের?...ওতে টিনটিন আর কুট্টুস আসছে।

টিনটিন আর কুট্টুসের জয়!
কুট্টুস, বেঁচে থাকো।
টিনটিন, বেঁচে থাকো।
হুররে!

স্বাগতম
টিনটিন আর কুট্টুস

ধীরে, টিনটিন, ধীরে! যদি বুঝতে শেষ হাসি কে হাসবে!...

সেদিন সন্ধ্যায়, হোটেলের ঘরে...
চল, কুট্টুস, এবার ঘুমোতে যাই...
ঘুমে চোখ ঢুলে আসছে

অ্যাদ্দিন পর না দুলে স্থির মেঝের ওপর ঘুমোব কি না, দ্যাখো কেমন নাক ডাকাই!

উফ! নচ্ছার মশা...

অবশ্য সকলেই জানে যে, কুকুরকে মশা কামড়ায় না!

ভৌ-ঔ-ঔ!

মনে হচ্ছে, মশারাই ব্যাপারটা জানে না!

ওরে...বাবা!
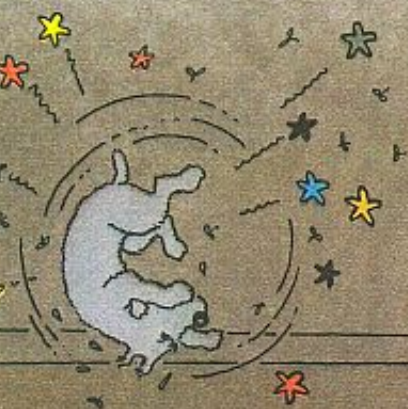
পরদিন সকালে..
কী রে, কুট্টুস! রাতে কেমন ঘুমোলি?

ইস! বেচারা কুট্টুস! এ কী অবস্থা তোর!... মশারি ছাড়া ঘুমোলে এমন তো হবেই!... চল, তোর চিকিৎসার ব্যবস্থা করি।
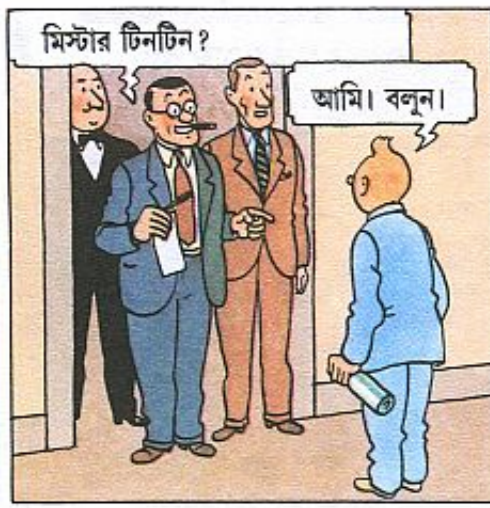
লিসবনের 'দিয়ারিও দা লিসোবা' কাগজের প্রতিনিধি আমি। যদি আপনার অভিযানের বিবরণ প্রকাশ করার অনন্য স্বত্ব আমাদের দেন, তা হলে ৫০,০০০ এসকুডো দেব...

এখানে দাঁড়াও, কোকো। গাড়ি পাহারা দাও।
দেখি, যদি শিকার পাই...
হ্যাঁ
সায়েব

আমি একটু চান করে নিই।

আহা! কী ঠান্ডা জল!

এই কাঠের গুঁড়িটার ওপর বসে
টিনটিনের জন্য অপেক্ষা করি...

উফ! কুঁড়ে টিনটিনটা
গেল কোথায়?
?

!

?

মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে! কুট্টুসের
যেন কিছু না হয়...

গুড়ুম
!
পণ্ডশ্রম! গুলি যে ছিটকে যাচ্ছে!
বাবা রে!
হল কী? আমাকে দেখে পালাচ্ছে কেন?
?
তাড়াতাড়ি। এখনই গুলি করতে হবে। ট্রিগার টিপি...
দুত! কার্তুজ শেষ!
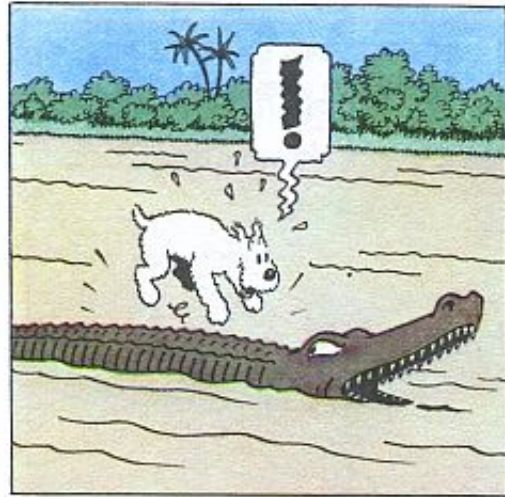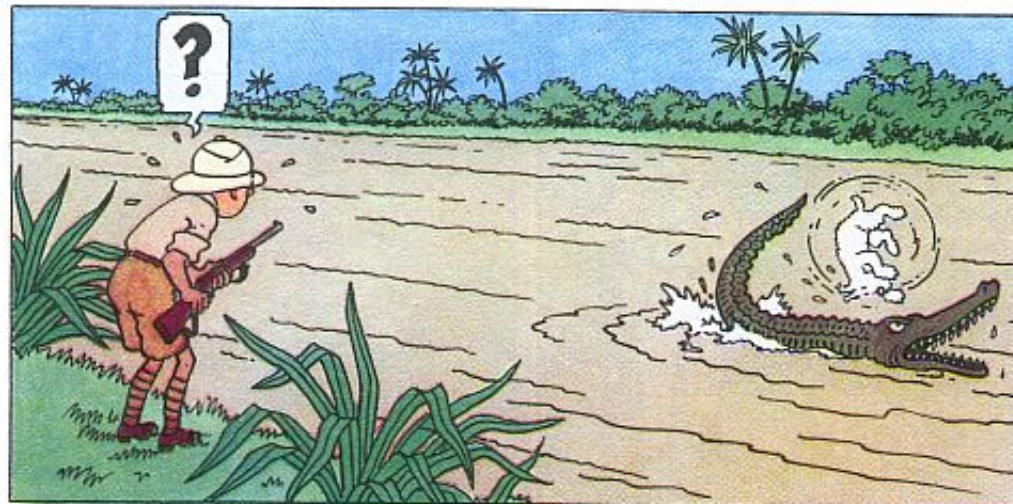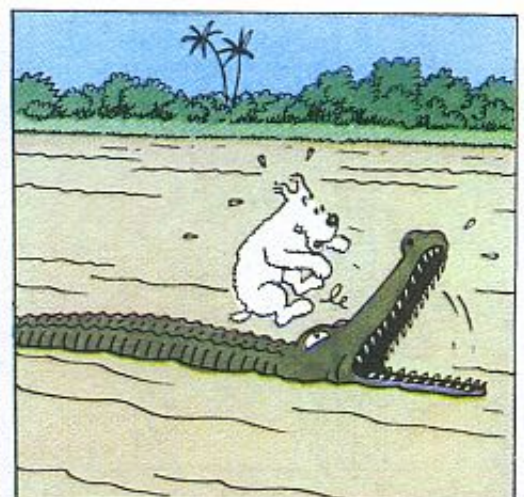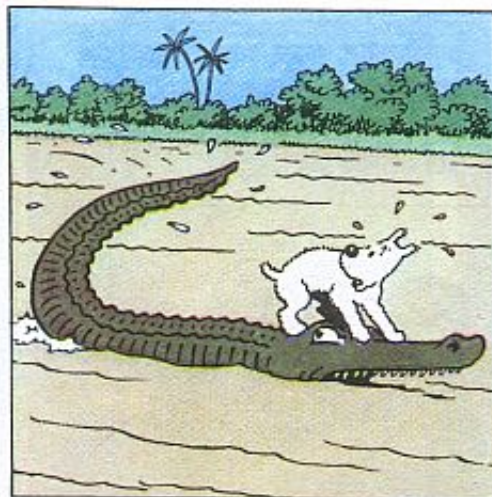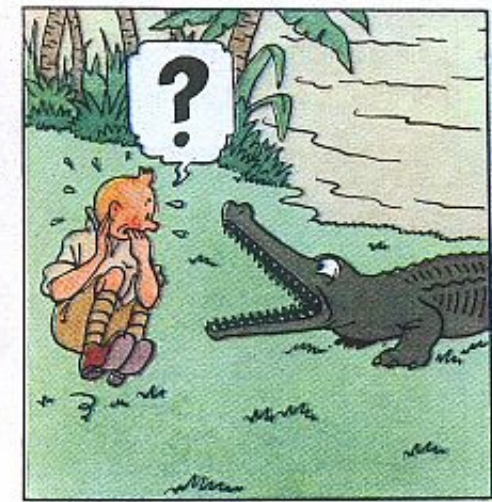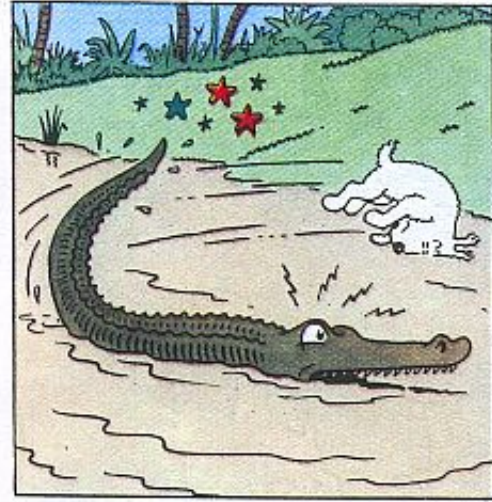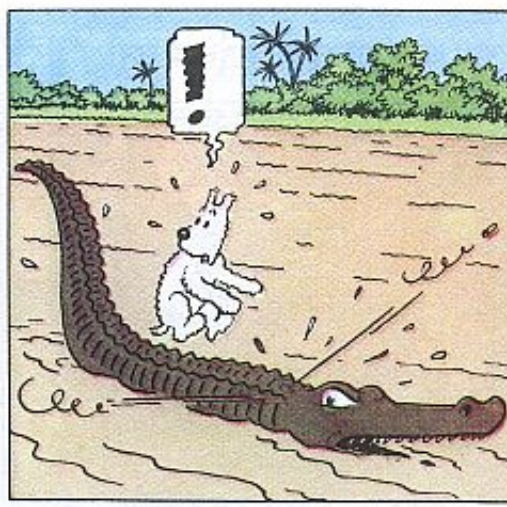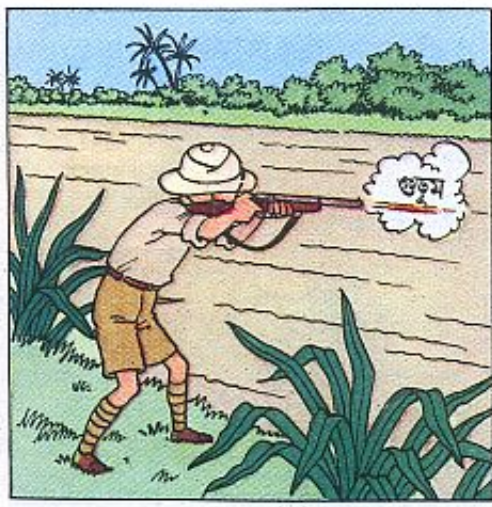
ওর যখন হাঁ করার এত শখ, ওকে হাঁ করিয়েই রাখা যাক।
?

বেশ। এবার যাই, কুট্টুসকে খুঁজতে হবে।

এই যে, কাপুরুষ কোথাকার!...
কাপুরুষ! আমি? আমি তো লোক ডাকতে গিয়েছিলাম...

মহা মুশকিল। এখানেই তো গাড়িটা রেখে গেলাম। উবে গেল নাকি?
ধোঁয়াটে ব্যাপার!

কোকো...কোকো!
ছেলেটা লুকোল কোথায়?

?
টিনটিন সায়েব! আমি আসছি।
?

অ্যাঁ...অ্যাঁ! এক সাদা চামড়া সায়েব এসে ছোট্ট কোকোকে মারল। কোকো ভয়ে পালাল...সায়েব গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেল। অ্যাঁ অ্যাঁ।
কখনও ভয় পাস না, কোকো!

তা হলে কোনও সাদা মানুষ আমার গাড়ি নিয়ে ভেগেছে? ধরলে মজা দেখাব!

কী গরম! যদি গাড়িতে গণ্ডগোল না হয়, ওকে কোনওদিন ধরতে পারব না।
বড্ড গরম লাগছে

ওই যে গাড়িটা! দাঁড়াও, লুকিয়ে লুকিয়ে এগোব। কোকো, তুমি এখানেই থাকো।

এই লোকটাকে আগে কোথায় যেন দেখছি!
ছ্যাকরাগাড়ি কোথাকার! কিছুতেই নড়ছে না!
ওর হাতে যে বন্দুক

যদি এই নারকোলটা ওর মাথায় লাগাতে পারি...

ইস! ফসকে গেল!

ওকে চিনি!...সেই গোপন যাত্রীটা!
মরেছি!

বাঁদর! আমার দেখাদেখি নারকোল ছুড়েছে! নিশানাতেও লাগিয়েছে।

ওকে বাঁধি। নিয়ে গিয়ে, প্রথমে যে থানা পাব, সেখানে দিয়ে দেব।
জাহাজে বড্ড তেড়ে এসেছিল, না?

কোকো, তুমি তাঁবুটা খাটাও। আগুনও জ্বালিয়ো। আমি খাওয়ার ব্যবস্থা করি।

এখানে বসে অপেক্ষা করা যাক।

ওই তো আমাদের খাদ্য!

গুড়ুম!

?
কী হল?

গুড়ুম!

???
বেচারা টিনটিন, টিপ একেবারেই নেই!

হলটা কী?
গুড়ুম!
ওটা কি কালকের শিকার, না আজকের?

গুড়ুম! গুড়ুম! গুড়ুম! গুড়ুম!

এবার হয়েছে!...কিন্তু ওই একটা হরিণের জন্য ১৫টা গুলি লাগল কেন?

!

যাই হোক, শিকারের অভাব হয়নি!
অসাধারণ শিকারি আমরা, না?

কোকো একটা দারুণ ভাল রান্না করবে, দেখিস?

কী অদ্ভুত জন্তু!
জিভে জল এসে গেছে!

ভৌ-ঔ-ঔ-ঔ

মহা বিপদ! গুলি করলে কুট্টুসের লাগতে পারে!
ভৌ-ঔ-ঔ!

কেঁ-উ-উ-উ!

ওর পেছন-পেছন গেলে ও পালাবে। হয়তো আর ধরাই যাবে না। অন্য কিছু ভাবতে হবে।

টিনটিন! টিনটিন! আমাকে ছেড়ে যেও না!
একটা বুদ্ধি এসেছে! প্রথমে, অন্য একটা বাঁদর খুঁজে বের করি...

ওই তো! মারা যাক!
গুড়ুম

বেশ! এবার ওর ছাল ছাড়িয়ে নিই...

পোশাকটা ঠিক মাপসই হল না! এতেই কাজ চালিয়ে নিতে হবে...

এই ছদ্মবেশে গেলে বাঁদরটা চিনতে পারবে না।

এখনও ও আমাকে দেখেনি...

?
?

তোর টুপিটা ভাল। এই ছোট্ট জন্তুটা নিয়ে টুপিটা আমাকে দে!

ভয় পাস না, কুট্টুস! আমি টিনটিন।
তাই নাকি!

আবার কী হল?

তোর বন্দুকটা তো দারুণ। আমাকে দে, আর টুপি ফেরত নে।
?

?
একদম না! তা ছাড়া, এই টুপিটা আমারই।

বন্দুকটা দে বলছি!
হাত নামা, বোকা কোথাকার! কী সর্বনাশ হতে পারে বুঝিস না?
গুলি ছুটে গেলে কী? হবে?

দুর্দান্ত

!
আর এমন করলে আমার রাগ হবে।

এবার শান্তিতে খাওয়াদাওয়া করা যাক...
হ্যাঁ, এত ছুটোছুটিতে হাঁপিয়ে উঠেছি।

শুভ সন্ধ্যা, কোকো!
ওরে বাবা! কথা বলা বাঁদর! ও কি টিনটিনকে খেয়ে ফেলেছে?...
ছোট একটা বাঁদর দেখে ভয় পাচ্ছে! ছিঃ!

কোকো, চুপ করো। আমাকে চিনতে পারছ না? যাও তো, হরিণটার মাংস রান্না করো।
তুমি সত্যি বাঁদর নও তো?

বন্দি ঠিক আছে তো, কোকো?

হ্যাঁ সায়েব। গাড়িতেই আছে...

পরদিন ভোরবেলা...
সায়েব...সায়েব! বন্দি পালিয়েছে!...
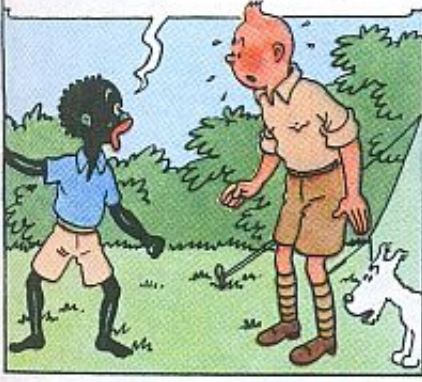
পালাক!...পায়ে হেঁটে যেখানে খুশি যাক। আমরা আমাদের পথ ধরি...

1385
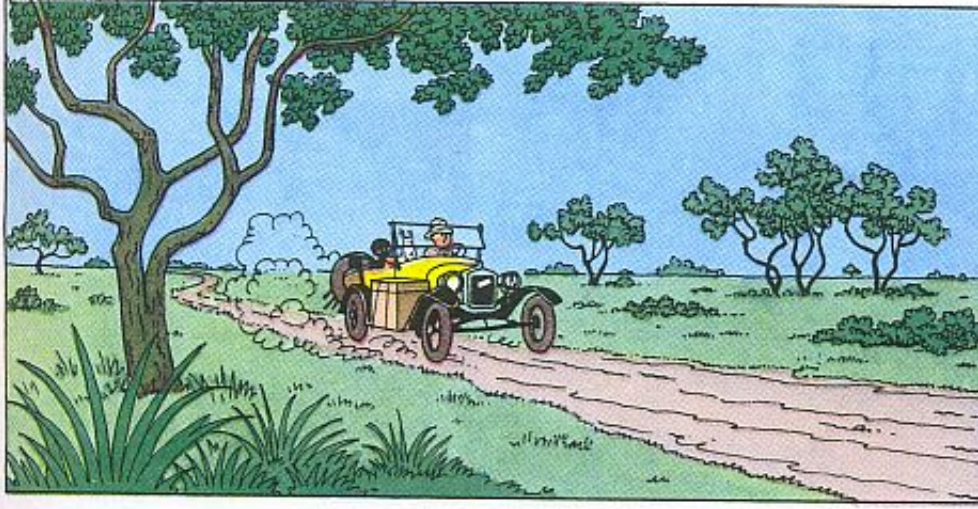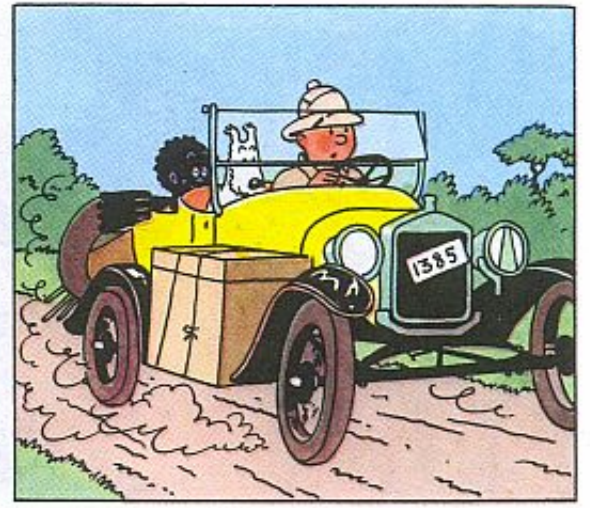
যা! রাস্তা খারাপ।
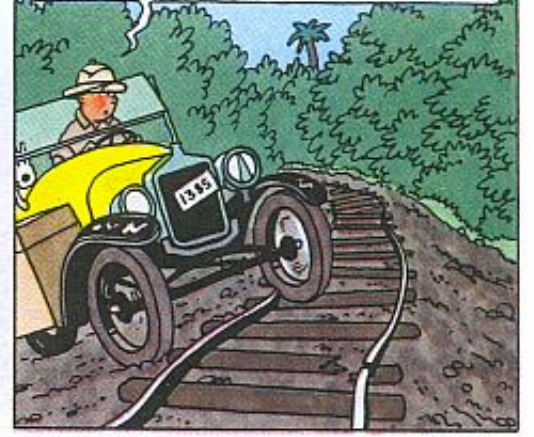
কী হবে?...উপায় কী?
রেললাইন পার হওয়া অসম্ভব।
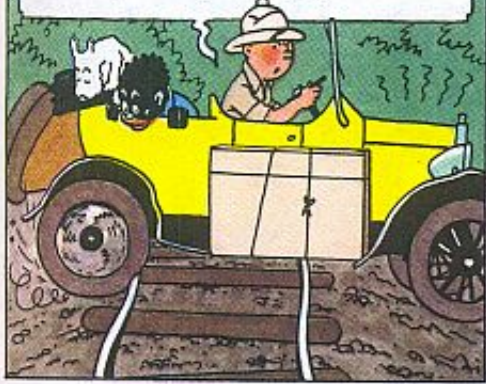
হে ঈশ্বর! ওই শব্দটা...
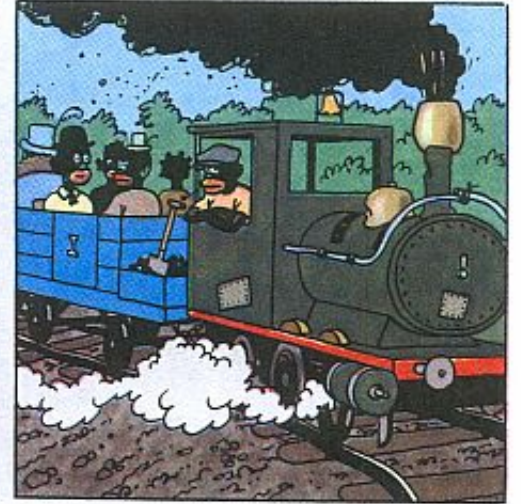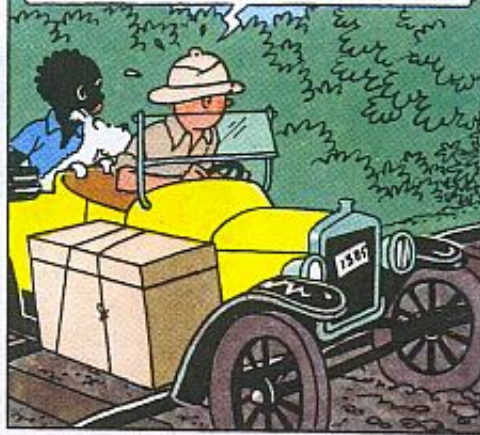
ওরে বাবা! ট্রেনটা
আমাদের পিষে দেবে।

দড়াম!

?
!
?
1385
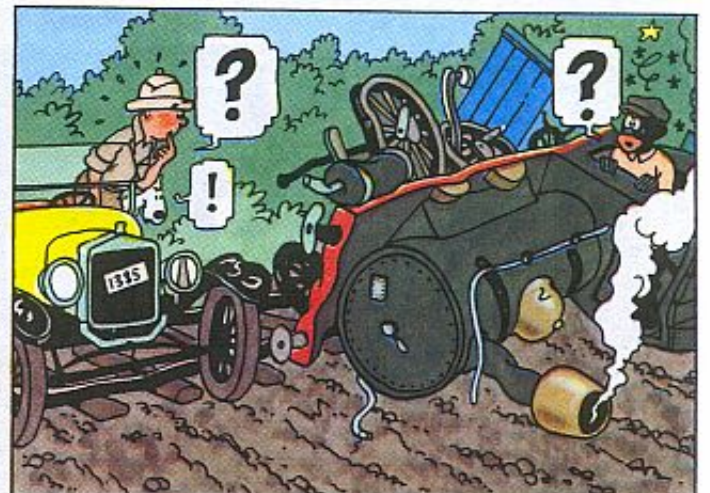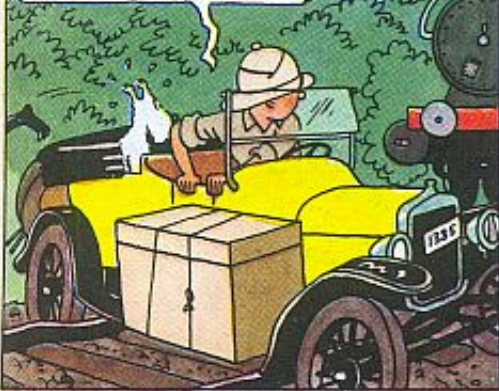
দুঃখিত, আমি খুব দুঃখিত...
দুষ্টু, সাদা লোক!
দ্যাখো, ছোট্ট ছেলেটার কী হাল করেছ!

দাঁড়ান। আপনাদের পুরনো ঝিকঝিক গাড়ি মেরামত করে দেব...
পুরনো গাড়ি! এটা দিব্যি ভাল এঞ্জিন।

এসো, হাত লাগাও!
আমি পারব না।

চট করে হাত লাগাও। ছোট্ট কুকুরটা একা খাটছে, তোমরা হাঁ করে দেখছ? লজ্জা নেই?
কুঁড়ে লোকগুলোকে দ্যাখো।

কাজ করবেন, না কী?
কিন্তু...গায়ে যদি ধুলো বা ময়লা লেগে যায়?

সাদা লোকটা খুব দুষ্টু।
বেশ। এবার গাড়িতে ওঠো।

সায়েব, রেলগাড়ি তো চলছে না। ভেঙে গেছে।
এক মিনিট। সব ঠিক করে দিচ্ছি।

প্রথমে চাকাটা ঠিক জায়গায় আনি।
কালা আদমিরা খেপে গেছে। কোকো কি ফিরে যাবে?

এবার যাওয়া যাক!

অনুমতি ছাড়া লাইন পেরোবেন না
স্টেশনমাস্টার
?

তুমি যেয়ো না। আমাদের সঙ্গে বাবাওরামদের গ্রামে চলো।

বাবাওরামের মহান রাজার জয় হোক।
ধন্যবাদ, মহান বিদেশি।

তুমি ভাল সাদা লোক। এখানে থাকো। কাল আমরা সিংহ শিকার করতে যাব।
মহান রাজাকে ধন্যবাদ।

পরদিন...

হাঁ-উ-উ-উ
আঁ-উ-উ-উ
ওটা কি সিংহের গর্জন নাকি?

হা-লু-উ-ম!

শ্‌শ্‌শ্‌...চুপ! সিংহটা কাছেই আছে...

!

ভৌ-ঔ-ঔ

হে ঈশ্বর! ও টিনটিনকে নিয়ে চলে যাচ্ছে...ওকে গিলে খাবে! এবার কী করি?

না, ভয় পাব না! কেউ যেন না বলতে পারে আমি ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করিনি।

উ-য়া-য়া!

ওকে ছাড়া যাবে না!

ও...য়...হ্...হ্!
আমি কোথায়?
একী! কী হল?
কুট্টুস কই?
কুট্টুস! সাহসী কুকুর! তুই ওই বিশাল সিংহটাকে আক্রমণ করেছিস? আমি না হলে মরেই যেতাম!
মানে, সিংহদের যতটা মনে হয়, অতটা ভয়ানক নয়...
চল, অন্য শিকারিরা কই?
সিংহটাকে সাবধান!
কান্নার শব্দটা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে।
হ্...অ-অ-অ
সাদা সায়েব, আপনি বাঁচান আমাদের। সিংহমশাই রেগে গেছেন।
দেখি...যাই
!?
কী! আবার তুই! আর দুষ্টুমি করবি? দাঁড়া!

আর কাঁদবি না, বোকা কোথাকার!
না হলে তোর বাকি লেজটা
খেয়ে ফেলব।
?

একে আমি পুষব।

সাদা লোকটা বড্ড জনপ্রিয় হয়ে যাচ্ছে। আমি জাদুকর, আমার কথা কেউ শুনতেই চায় না। ওকে টিট করতে হবে।

শোনো জাদুকর, ছোট সাদাটা আমার শত্রু। তোমারও। ওকে দু'জনে মিলে শায়েস্তা করা যাক...

মতলব বলছি, এসো...

পর দিন...
জাদুকর! বিপদ! পবিত্র দেবতার মূর্তি নেই!
!

তুই পবিত্র মূর্তি চুরি করেছিস! বদ বিদেশি! মহান দেবতা তাই বলছেন
আমি?

না, আমি কিচ্ছু চুরি করিনি।
আমি মুগাঙ্গা বলছি! তুই-ই চোর।
বলে কী

বেশ, আমার ঘরে খোঁজো
বুঝতে পারবে, যা বলছ সব ভুল।

কী অশুভ ব্যাপার! বিদেশিই এটাকে চুরি করেছে। ও মরুক।

এ কী যন্ত্রণা!

কাল ভোরে বাবাওরামের লোকজন তোকে মেরে ফেলবে।

কুট্টুস, এ তো মহা বিপদ! মূর্তিটা আমার ঘরে এল কী করে বল তো? কে এই কৌশলটা করল?

সেই রাতে...
কোকো! তুই এখানে! বাঁচালি!

শেষ পর্যন্ত আমি মুক্ত। চারদিকে সকলে ঘুমোচ্ছে...না, ওই যে একটা ঘরে আলো! ওটা জাদুকরের ঘর। চলো, দেখি...

মৃগাঙ্গা! তা হলে বলো, চালটা কেমন! কাজ হয়ে গেছে।
?

জাদুকর আর আমার মোটর-চোর। ওরাই এসব করেছে। দাঁড়াও, একটা কাজ বাকি!

তাড়াতাড়ি! চলো...

ওদের কথা টেপ করি আর মুভি ক্যামেরায় ছবি তুলে নিই...
আর আমি, বাবাওরামের জাদুকর হয়ে থাকব। মূর্খ লোকগুলোকে বশ করে রাখব...

পরের দিন ভোরে...
আরে! বন্দি পালিয়েছে!

কিছুক্ষণ পরে...
বন্দি! মারো ওকে!

দাঁড়াও জাদুকর, শান্ত হও!
সোজা ঘুসি, ব্যস!...

আর কেউ আছে? নেই তো?
নেই।
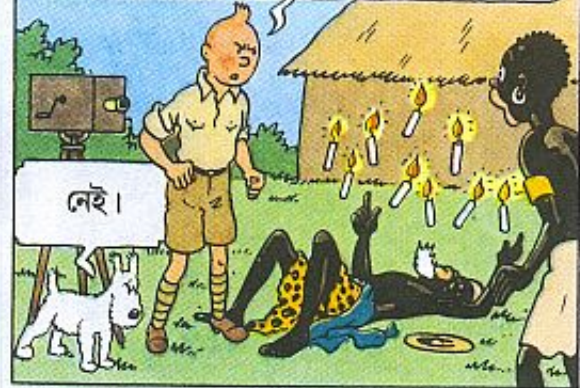
এবার কান খুলে শোনো। তোমাদের জাদুকর কথা বলছে...

এইবার, শুনতে পাবে...

...আর আমি, বাবাওরামের জাদুকর হয়ে থাকব। মূর্খ লোকগুলোকে বশ করে রাখব...

জাদুকর কি ওর ভেতরে?
কী দুষ্টু লোক!

হা হা হা! যদি ওরা জানত ওদের ওই দেবতার মূর্তিকে আমি কতটা অশ্রদ্ধা করি...

আরও আছে। আমার কুঁড়েঘরে এসো...
প্রবেশ বিনামূল্যে

?

কিছু গোলমাল হতে পারে।
কী হল বলো তো? চিৎকার শুনছি কেন?

এ কী! ও দেবতাকে অপবিত্র করছে!

ওরা মারুক।

তুমি ভাল সাদা লোক। বাবাওরামের দলপতি হও।
আচ্ছা আচ্ছা

পরদিন সকালে...

আরে, কী করছে ওরা?
মারামারি করছে।

দাঁড়াও।

ও আমার খড়ের টুপি চুরি করেছে।
না, আমরটা চুরি করেছে।
কে সত্যি বলছে?

এই টুপিটা? দাঁড়াও সব ঠিক করে দিচ্ছি।
এবার টিনটিন রাজা সলোমনের পার্ট করছে।

সাদা সাহেব খুব বুদ্ধিমান। কেমন সুন্দর টুপিটা ভাগ করে দিল।
এখানে আবার কী হল?

হাতুভুরা ভিজে বেড়াল! বাবাওরাম ওদের যুদ্ধে হারাবে। বাবাওরামের নতুন সায়েব রাজার জয় হবে।
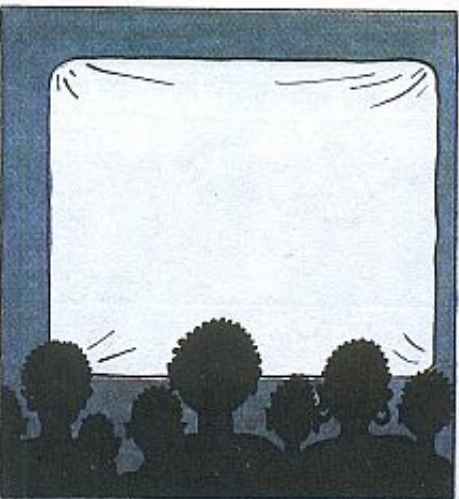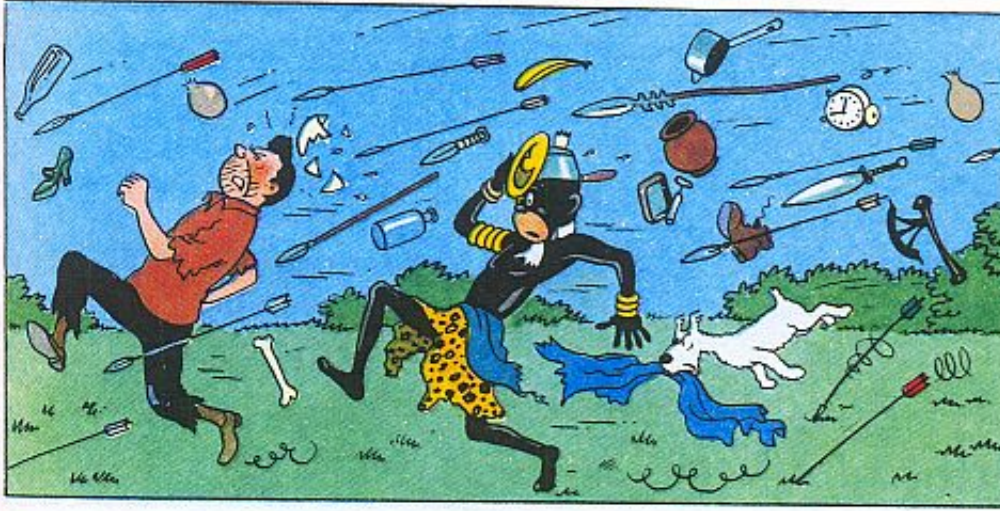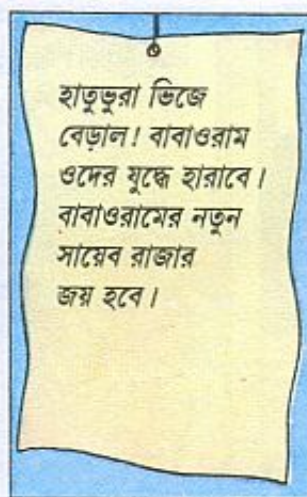
বিলিতি পোশাক পরে বিদেশি অস্ত্রে যুদ্ধ করবে আমার লোকেরা বাবাওরামকে মজা দেখিয়ে ছাড়ব।

সায়েব, হাতুভুর লোকেরা আমাদের আক্রমণ করে সব ছারখার করছে।
?

তাই নাকি? শান্ত হও...হাতুভুর লোকেদের সঙ্গে আমি কথা বলব।
একা? বড্ড বাড়াবাড়ি করছে!

ওরা কই? হাতুভুদের দেখছি না কেন?

?

বাহ! শাবাশ! কী টিপ!

সাদা লোকটা জাদুকর, রাজামশাই। আমাদের তির ওর গায়েই লাগছে না।
এ আবার কী নতুন খেলা?

ভারী কামান নিয়ে এসো! ওকে গোলা দিয়ে মারব! দেখি ওর অলৌকিক শক্তি কত সাংঘাতিক!

হুঁশিয়ার! সাদাটাকে তাক করো! এবার আগুন দাও!

দুম

তুমি 'আনিয়োতা' বলে কিছু জানো না? ওরা হচ্ছে সাদা আদমিদের গোপন শত্রু, বিরোধী গোষ্ঠী। ওরা কেমন করে সাদাদের খতম করে জানো? সাদা আদমি চিতাবাঘ শিকারে গেলে ওরা সেখানে হাজির হয়। চিতাবাঘের মতো পোশাক পরে, হাতে ইস্পাতের নখ লাগায় ও একটা লাঠি নেয়, যাতে চিতার পায়ের মতো নকল থাবা লাগানো থাকে। পরে, নকল পায়ের ছাপ দেখে, সাদা লোকটাকে চিতায় মেরেছে বলে সকলে বিশ্বাস করে...আমি 'আনিয়োতা' হতে পারি।

এই আমার ছদ্মবেশ। সন্ধেবেলায় যখন সাদা লোকটা শিকারে যাবে...
দারুণ!
বুঝেছ?

রাত হলে...
শিকারের পক্ষে মানানসই রাত...
চিতাবাঘ? ওরা তো ভীষণ ভাল হয়। বড় মাপের বেড়াল আর কী!

এখানেই চিতারা প্রতি রাতে জল খেতে আসে।

অপেক্ষা করা যাক।
কতক্ষণ লাগবে?

আ-আ! ঘুম পাচ্ছে

বাঁ চা ও!
?

আমাকে বাঁচাও!
ময়াল সাপ! লোকটাকে বাঁচাতে হবে।

গুড়ুম!

এ কী পোশাক!

আরে! এ তো সেই জাদুকর।
আমাকে মেরো না। দয়া করো, সাদা সায়েব।
ময়াল সাপের নিকুচি করেছে!

আমি আপনাকে মারতে এসেছিলাম। মেরেই ফেলতাম, যদি না সাপটা আমাকে পাকিয়ে ধরত।...আপনি না বাঁচালে আমি এতক্ষণে মরে যেতাম, সায়েব। আমি এখন আপনার গোলাম। আপনি মহান বিদেশি
তোমার সঙ্গী সাদা লোকটা কোথায়?
জঙ্গলের ঠিক বাইরে, বাওবাব গাছের নীচে অপেক্ষা করছে।
বেশ, আমি যাচ্ছি..
ওর দুঃসময় আসছে।
ওই যে সেই বাওবাব।
হাত তোলো!
কেউ নেই! জাদুকর কি আমাকে মিথ্যে বলল?
কী করি? ফিরে যাব?
কেন জানি না বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।
আয়, মিষ্টি কুতুয়া, আয়...
টিনটিন! কী হল? উত্তর দাও! টিনটিন!
এই হল দু' নম্বর।
আগে একে যত্ন করে বাঁধি...
এবার ওর মালিককে...
রাস্তা পরিষ্কার!...পরে এসে কুকুরটাকে দেখছি। যদি না হিংস্র পশুরা ওকে খেয়ে ফ্যালে...

এসে গেছি। ঘাড় থেকে নামো।

দ্যাখো! কুমিরের দল! তোমাকে বেঁধে ওই গাছের ডাল থেকে ঝুলিয়ে দেব নদীর ওপর দুলবে আর কুমিরের সঙ্গে বোঝাপড়া করবে!
?

বিদায়। এখন জোয়ারের জল বাড়ছে! হিংস্র কুমিরগুলো ক্রমশ এগোবে...হাসি পাচ্ছে না? যাই...
বদ লোক!

এর চেয়ে সংকটের মুহূর্ত আগে আসেনি।

এই শেষ!

?
গুড়ুম

গুড়ুম
গুড়ুম
গুড়ুম
গুড়ুম
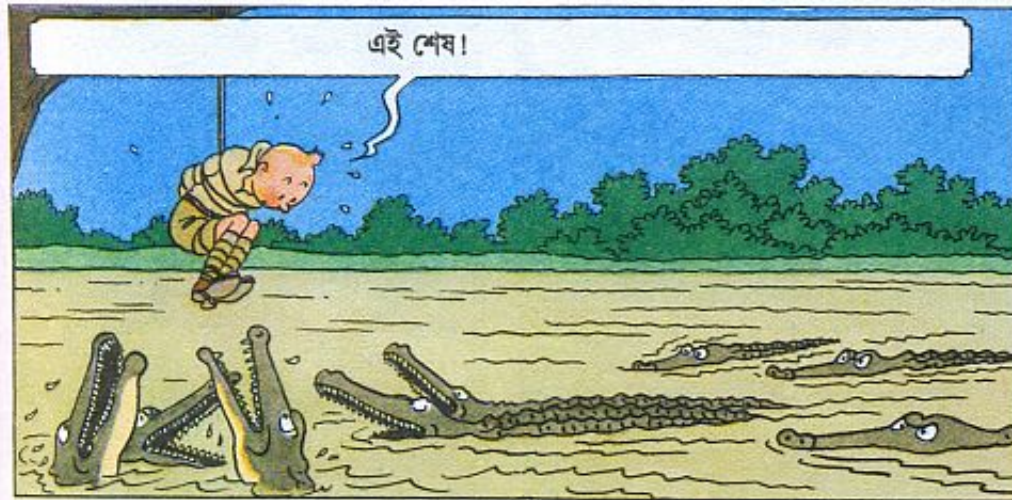
ঠিক সময়ে পৌঁছেছি, তাই না, বৎস?

কিন্তু...আপনি টিনটিন তো? না কি ভুল হচ্ছে? কী হয়েছে আপনার?
ঠিক সময়ে এসেছেন, ফাদার। তাড়াতাড়ি আমাকে নামান
ইনিই টিনটিন!

আপনার বন্দুকটা দিন। কুট্টুস বিপদে..

আশা করি বেশি দেরি হয়নি।

ডাকাতটা আমাকে এখানে রেখে গেল!

মহা বিপদ! এ যে অজগর সাপ!

বাঁচাও! বাঁচাও!

ভৌ!
আসছি, কুট্টুস! ধৈর্য ধর!

এ কী! দেরি করলাম!

বেচারা কুট্টুস!
পেটটা কেমন করছে! একটু হজমি খেলে হত...

?

এ কী! কুট্টুসের পা!
?

কী ভাল ব্যাপার! আমার পা গজিয়েছে! আমি ভাবতেই পারিনি আমারও পা হবে!

উ - এ - লে - উ - এ - লে
মা - লি - বা - মা - কা - সি

এই তো মিশনে এসে গেছি।

এই হল হাসপাতাল আর ডানদিকে স্কুল।

স্কুলঘরের পাশে আমাদের ছোট্ট গির্জা। এখানে আমাদের এক বছর হল কি না, আস্তে আস্তে...
কী ভাল এই মিশনারিরা!

ফাদার, শুনুন। ফাদার সেবাস্টিয়ান খুব অসুস্থ। অঙ্ক ক্লাস নিতে পারবেন না।

তাই তো! আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে...অন্য কেউ ফাঁকা নেই...

আজকের মতো যদি আমি পড়িয়ে দিই, ফাদার?
খুব ভাল হয়। ধন্যবাদ।
প্রোফেসর টিনটিন!

এ তো টিনটিন, তরুণ সাংবাদিক!
টিনটিন এসেছে!
এই তোমার ছাত্ররা। সব ভালভাবে চলুক।
নিশ্চয়ই, ওরা বেশ শান্ত।

বন্ধুরা, তরুণ সাংবাদিক টিনটিনের সঙ্গে তোমাদের আলাপ করিয়ে দিই। ফাদার সেবাস্টিয়ানের জায়গায় ইনি আজ তোমাদের অঙ্ক করাবেন।

টিনটিন, দু'জন গল্প করছে কিন্তু...
2 + 2
প্রথমে দেখি তোমরা যোগ কতদূর শিখেছ। দুই আর দুইয়ে কত হয়? কে বলবে? বলো!

উত্তর নেই কেন? আরে... একটা চিতা!
!

?

দাঁড়াও, একটা বুদ্ধি বের করেছি। স্পঞ্জটা কই?

কী করছ, টিনটিন?
এই নে!

এ কী? গিলতে পারছি না কেন?

এবার জল খা!
জল! ছেলেটা সত্যিই ভাল।

আহ্! কী আরাম! তেষ্টা পেয়েছিল।

ওফ্! পেট ভারী হয়ে যাচ্ছে কেন? ফুলে যাচ্ছে...

বুঝেছি। জল পেটে ঢুকলেই স্পঞ্জ তা শুষে নিচ্ছে...পেট ফুলে ও অকেজো হয়ে গেছে।

এবার তোকে তাড়াব, বদমাস চিতা!

যা, বাইরে যা!

এবার পুরনো কথায় আসি। দুই আর দুই-এ কত হয়?
আর কোনো চিতা এ মুলুকে ঘেঁষবে না!

ডাকাত! তুমি আমার পোষা চিতাটার উপর অত্যাচার করেছ! দাঁড়াও, এর মজা টের পাবে। আমি জিমি ম্যাকডাফ, ইউরোপের সেরা চিড়িয়াখানাগুলোয় জন্তু সরবরাহ করি। আমার সঙ্গে চালাকি?
?

একটু দাঁড়ান! আমি জানব কী করে যে, চিতাটা জংলি নয়?

চিতাটা ঠিক সেরে উঠবে। ওকে কয়েকদিন ধরে মাপা খাদ্য দিন। দুধ বা জল দেবেন না কিন্তু...কয়েকদিন পরে ও ঠিক হয়ে যাবে।
?

এই নিয়ে তিনবার প্রশ্ন করলাম। দুই আর দুই কত হয়?
2 + 2

টিনটিন, ওদের অঙ্ক শেখানোর জন্য ধন্যবাদ। এখন ওদের ছুটি, খেতে চলো।

কাল আমরা হাতি শিকারে যাব। সে খুব রোমাঞ্চকর ব্যাপার...

পর দিন...
আমি আর এগোব না। গাইড তোমাকে নিয়ে যাবে...

একটা হাতি অল্প কিছুক্ষণ আগেই এই পথে গেছে।.. পায়ের ছাপ তো টাটকা!
কেমন অদ্ভুত গন্ধ!

শ্‌শ্‌শ্‌! শব্দ করিস না! ওই যে...

গুড়ুম!
আমি জীবজন্তু হত্যা ঘৃণা করি...

এ কী! গুলি লাগেনি!

বেঁচে গেছি!

এ কী! ও গাছটা ভেঙে ফেলেছে!

ও তো যাওয়ার কোনও লক্ষণ দেখাচ্ছে না! কী হবে?
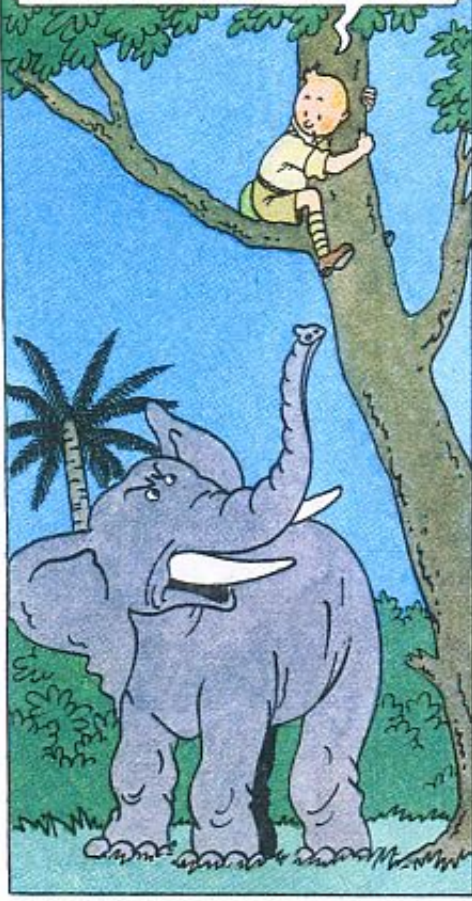
বন্দুকটাও আবার হাত থেকে পড়ে গেছে। ব্যাগে একটু খুঁজে দেখি...একটা আতশকাচ! রোসো, একটা মতলব পেয়েছি...

দারুণ আলোকিত মতলব!...

?

গুড়ুম!

ওর গায়ে গুলি লেগেছে...
রক্তের দাগ দেখে এগোই।

কয়েক ঘণ্টা ধরে হাতিটাকে খুঁজছি, কিন্তু এখনও ওর শুঁড়ও দেখতে পেলাম না...তেষ্টাও পেয়েছে

ভীষণ ক্লান্ত লাগছে রে, কুট্টুস
এখানে বসে একটু বিশ্রাম নিই...
শিকার করতে এসে দম বেরোনোর জোগাড়...

?

?
গুড়ুম!

?

এ কী! বাঁদরটা বন্দুক ছুড়েছে!
ঘোঁয়াও!

ওই অদ্ভুত শব্দটা কীসের?
মনে হচ্ছে...

হাতিটা! মরে গেছে!...

কয়েক ঘণ্টা পরে...
সকলকে গিয়ে বলব, আমি হাতি মেরেছি।

সেই সময়, মিশনে...

টিনটিন কুমিরদের হাত থেকে পালিয়েছে! কিন্তু এবার ও বাঁচবে না...

এই তো প্রিয় বন্ধু! তোমাকে দেখে আমার কী আনন্দ হচ্ছে। আমারা চিন্তা করছিলাম...
অন্য একজন ফাদার...

বন্দুকটা নেব?
হ্যাঁ, নিন। বেশ ক্লান্ত লাগছে।

অনেকক্ষণ ধরে হাঁটাহাটি করছ তো! দাও, আমাকে দাও...
না, টিনটিন, এটা ঠিক হচ্ছে না...

এবার, হাত তোলো!

আরে, এ কী!
কী?

এই নে, শয়তান!

আরে, এ তো সেই গোপন যাত্রী!
নিথর হয়ে গেছে। এবার পালাই...

অ্যাঁ! এ কী! 'রিপোর্টার টিনটিনকে নিয়ে কিছু নির্দেশ।' তার মানে?

আর একটু ভাল করে দেখি...
দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি...
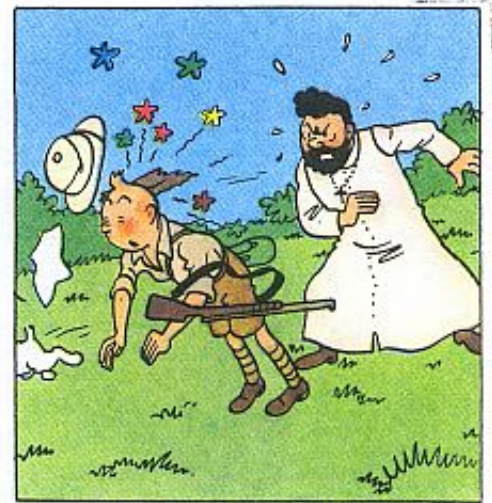
বেশি কৌতূহলের ফল ভাল হয় না!

ভাল করি বাঁধি...

এবার যাওয়া যাক!

এসে গেছি!

নোঙর তোলো!
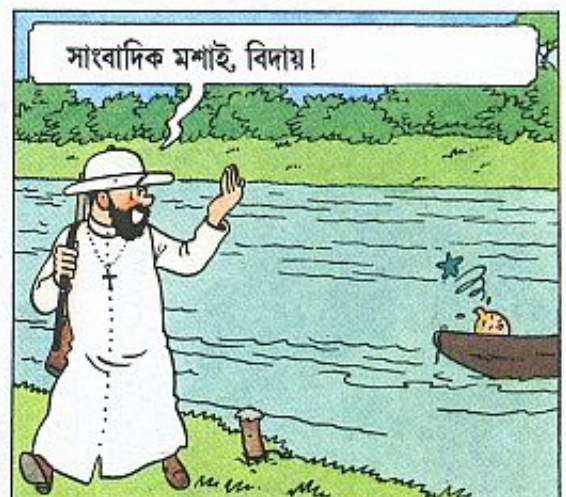
সাংবাদিক মশাই, বিদায়!

ডাকাত কোথাকার! একা নদীতে ভাসিয়ে দিল...

ওই সাঙ্ঘাতিক আওয়াজটা কীসের? মনে হচ্ছে...

বাবা রে!

?
বেঁচে গেছি! কিন্তু কতক্ষণ এই পলকা গাছের ডালে ঝুলে থাকতে পারব?
সেই সময়...
মিশনে যাই! টিনটিনকে বাঁচাতেই হবে।
কী? কী? হয়েছে? কুট্টুস, তুই একা কেন? তবে কি...
ভৌ ভৌ!
নিশ্চয়ই ওর মনিব বিপদে পড়েছে।
আশা করি ডুবে যায়নি। নিশ্চয়ই স্রোতের অনুকূলে ভেসে গেছে।
ওই তো! হে ঈশ্বর! ওকে বাঁচাব কী করে?
একটাই কাজ করা যায়। দুই পাড়ের মধ্যে দড়ি বেঁধে দিই। এই একমাত্র উপায়...
সাহস রাখো টিনটিন।

নোড়ো না। তোমাকে ছাড়িয়ে আনছি...
তুমি ছাড়ানোর আগে আমি তোমাকে মুক্ত করছি।

এ কী! কী দেখছি?

চলো বন্ধুরা! কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমি তোমাদের মুক্তি দেব...

চল কুট্টুস! দৌড়ো! বদ লোকটাকে থামাতেই হবে।

জোরে! যাক, এসে তো পৌঁছেছি।

এই হল সময়। এবার...

এবার আমরা নিরাপদ...
আপনার জন্যই সম্ভব হল!

ভৌ ভৌ!

ওই কে যেন পালাচ্ছে...
ওই লোকটাই আক্রমণকারী! তাড়া করা যাক।

এবার ও পালাতে পারবে না।

সাহসী কুকুর কুট্টুস! তোকে ছাড়া বাঁচতাম না। অসাধারণ কাজ করেছিস!
করেছিই তো।

বদমাশ লোকটাকে ধরার আগে বিশ্রাম করব না।
বটেই তো!

ওর গোপন চিঠিটায় কী লেখা ছিল তা জানতেই হবে।
একটা গন্ধ পাচ্ছি

এবারও সফল হলাম না। কিন্তু হার মানব না।
ওর বিরুদ্ধে সব আদিবাসীকে খেপিয়ে তুলব।

ওই যে সে!
ভৌ ভৌ

টিনটিন আমাকে তাড়া করছে! আমি লড়াই করব।
ভৌ!

গুড়ুম!

গুড়ুম!
গুড়ুম!
জ জ জ

গুড়ুম!

গুড়ুম!
গুড়ুম!
গুড়ুম!
জ জ জ

গুলি ফুরিয়ে গেছে!

মজা দেখাচ্ছি!
সাবধান!

টিনটিন!
কোথায় যাচ্ছ?

সর্বনাশ! পাথরে আছড়ে
পড়ব যে!

?
?
গ্লুগ!
ঈশ্বর ওর আত্মাকে শান্তি দিন!
ভৌ ভৌ!
কুট্টুসের গলা!
ওখানে কী হচ্ছে? কুট্টুস ডাকছিল কেন?
কুট্টুস অদৃশ্য!
এ কী! ধস্তাধস্তির চিহ্ন! কেউ কুট্টুসকে ধরে নিয়ে গেছে।
পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে বটে!
ওই লোকটা নিশ্চয়ই কুট্টুসের কিডন্যাপিং সম্বন্ধে জানে।
আস্তে আস্তে এগোই।

কিন্তু ও তো বাচ্চা ছেলে কোনও যোদ্ধা নয়।
শোনো বাছা, আমার পোষা কুকুরকে দেখেছ?
?
সর্বনাশ! এ তো পিগমি যোদ্ধা। বাচ্চা ছেলে নয়...
?
দাঁড়াও। পালিও না। আমি তোমার ক্ষতি করব না।
জেব্রার মতো দৌড়য়। ধরা গেল না...
শব্দটা আবার কীসের? মনে হচ্ছে জঙ্গলের ঢাক...
ডুম
ডুম
ডুম
?
সমস্ত গ্রাম আমাকে তাড়া করেছে!
পালাচ্ছি কেন? টিনটিন, সাহসী হও। ওদের মজা দেখিয়ে দাও...

গোপন

সাংবাদিক টিনটিন সম্পর্কে নির্দেশ

১. যে কোনওভাবে ওকে হাপিস করো। যেন দুর্ঘটনা মনে হয়।

২. সফল হলে কালাবেলুতে ৩১ মার্চ বড় গাছে তলায় দেখা হবে। সময় দুপুর ১২টা।

আচ্ছা! দাঁড়া কুট্টুস! কীভাবে এই ব্যাপারটার সমাধান করব, তা মাথায় এসে গেছে। মন দিয়ে শোন।
দুর্দান্ত মতলব!

৩১ মার্চ, কালাবেলুতে...
ওই যে লোকটা। সাবধান!

সুপ্রভাত, টম! টিনটিনের খবর কী?
টিনটিন? খতম!

ভাল কাজ করেছ। বস তোমাকে ভুলবেন না। এখন ওঁর মতলব ঠিকঠাক সফল হবে। কেউ আটকাতে পারবে না।
?

আজ খুশির দিন। এবার অ্যালকে সুখবরটা জানিয়ে একটা টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি...
প্রথমে বন্দুকটা হাত করি...

কিন্তু বলো তো, নেংটি ইঁদুরটাকে কী করে মারলে?
মানে, আমি...

আমি ওদের পিছন পিছন যাচ্ছিলাম। ওর একটা বন্ধু রাইফেলটা গাছে ঠেকিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে আমি রাইফেলটা তুলে নিলাম...
বাঃ! তারপর?

বন্দুকটা তুলে নিয়ে এগোলাম, খুব আস্তে...
তারপর কী করলে?

তারপর কেল্লা ফতে!

এবার ওকে জেরা করতে হবে।

একটা থাপ্পড় মেরে জ্ঞান ফেরাই!
চটাস!

টিনটিন!
আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি! খারাপ খেলিনি, তাই না? এবার তোমাদের বসের নামটা বলো দেখি!

তার নাম আল কাপোনে ল্য বালাফ্রে। শিকাগোর অপরাধীদের রাজা। তিনি এখানকার হিরের খনিগুলোর নিয়ন্ত্রণও চান। যখন উনি শুনলেন টিনটিন আফ্রিকায় আসছে, ভাবলেন মতলব ভেস্তে যাবে। তাই লোক পাঠানো হয় তোমাকে খুন করার জন্য। তোমাকে হাপিস করার পর আমাদের লোকেরা একসঙ্গে বসে পরবর্তী মতলব ফাঁদবে।

সেই সব লোকজন কোথায়?
কালাবেলুর কাছে একটা খালি বাড়িতে আজ সন্ধেয় আমাদের মিটিং।

বেশ। এবার থানায় চলো। নাক বরাবর...

?

এ কী! টিনটিন যে!
শুনুন দারোগাবাবু, একজন বন্দি এনেছি।

এই লোকটাকে নিয়ে যাও, পালাতে যেন না পারে।

...এই হল ঘটনা। আপনি চাইলে আজ সন্ধেবেলাতেই ওদের ধরা যায়।
ঠিক।

সেই সন্ধেয়...

এই তো সকলে এসে গেছে।
সাবধানে, ওরা তোমায় দেখতে না পায়...

গিবন গেল কোথায়? সেই পুঁচকে সাংবাদিকের খবর জানাতে ওর এত দেরি তো হওয়ার কথা নয়।
?

কী খবর? টিনটিন মরে গেছে কি না? এখনও তা বোঝার সময় আসেনি...

গুড়ুম!
গুড়ুম!
গুড়ুম!

গুড়ুম!!
গুড়ুম!
গুড়ুম!

?

যতসব খারাপ লোক! দুষ্টু লোক! জেলে পুরে দেব।

কয়েকদিন পরে...

টিনটিনের কেরামতি
আফ্রিকা সংবাদ
রিপোর্টার টিনটিন গুন্ডাদের গ্রেপ্তার করলেন
গুণ্ডারা গ্রেপ্তার
আফ্রিকার দিন
শিকাগোর দস্যু ধরা পড়ল

কুট্টুস, আটদিন ধরে এখানে বসে আছি। আর ভাল লাগছে না, কাল রওনা দেব...
এত তাড়াতাড়ি

পরদিন সকালে

?

আশ্চর্য! কী হল?
কী জোরে দৌড়চ্ছে!

বাবা গো! একটা চিতা!

চিতাটাও কি ভয় পেয়েছে? সোনা চিতাবাঘ! না, ওর ভাবগতিক সুবিধের ঠেকছে না। যদি একটা বন্দুক থাকত...

এই জলের স্প্রে দিয়ে কিছু করা যায়? দেখি...

ফস্‌সস্‌

আরও রেগে গেছে।

এবার কী করা যায়? হাতের কাছে শুধু এই আয়নাটা। দেখা যাক...
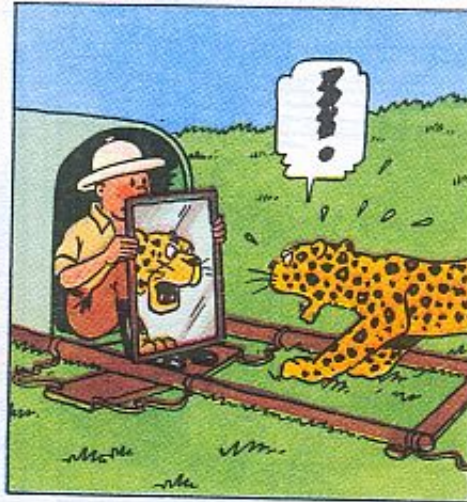
কী সাঙ্ঘাতিক জন্তু!

পালিয়েছে।

তা হলে একাই হাঁটতে থাকি। কুলিরা তো পালাল।

জিরাফদুটোকে দ্যাখ! ছবি তুলব...

এবারে...
ওদের শরীরে আলাদা করে একটা মস্ত গলা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে হা হা!

দূর! পালিয়ে গেল

দাঁড়াও, অত জোরে নয়।

ওরা যেন এবারটি টের না পায়...

ধুত্তোর!

ওদের কাছে পৌঁছব কেমন করে? বুঝেছি....
বেশি বুঝো না যেন...। তা হলেই বিপদ।

?

এই ছবি দেখলে সকলে চমকে যাবে। তাই না, কুট্টুস?
উঃ! একটা গণ্ডার!
দুর্দান্ত জানোয়ার!
শিকার করতে পারলে বাড়িতে সাজিয়ে রাখব।
গুড়ুম!
গুড়ুম!
গুড়ুম!
গুড়ুম!
ওর গায়ে তো গুলি লাগছে না, কী করি এবার?
ও কি পাথর দিয়ে তৈরি?
সাবধানে...
প্রথমে একটা ছোট্ট ফুটো করি।
তার মধ্যে একটা ছোট ডিনামাইট স্টিক...
তার দিয়ে জুড়ে দিতে হবে।
একটা দেশলাই চাই এবারে।
বুম!
ওই ফাটছে!
যাচ্ছলে! বিস্ফোরণটা বেশি জোরে হয়ে গেছে।

বেশি দূরে যাস না, কুট্টুস।
আমি কি বাচ্চা নাকি?
আরে, এ তো গোরুর পাল...
কুট্টুস! কুট্টুস! কোথায় গেলি?
নমস্কার ম্যাডাম গোরু!
?
সাবধান কুট্টুস! ওরা বুনো মোষ। ভয়ংকর জন্তু...
আগে বলতে পারোনি?
সর্বনাশ! গোরুটা কুট্টুসকে ছেড়ে আমার দিকেই আসছে।
দড়াম!
আমরা কোথায় যাচ্ছি?

?

আমি আসছি, টিনটিন!

বুনো মোষকে মজা দেখাচ্ছি।
বটেই তো! না হলে সম্মান থাকবে?

রবার গাছ! একটা মতলব এসেছে।
সে কী? এ তো সাধারণ গাছের মতো দেখতে। রবারের তৈরি বোঝা যাচ্ছে না তো!

এই তা হলে রবার!

দু'টো রবারের ধারা জুড়ে দিলাম এবার শুকোক...

এই তো, হয়ে গেছে। এবার কী করবি, বুনো মোষ?
বেশ মতলব।

খটাস!

এবার আমার গুলতি
তৈরি...এক! দুই!...
তিন!...
এইরকম একটা স্ট্যাচু হলে নাম
হবে ডেভিড ও গোলিয়াথ।
দুর্দান্ত ফোটো হয়, তাই না?
?
?
পালা! পালা! একটা মোষ
ম্যানেজ করা যায়, কিন্তু
পঞ্চাশটাকে কী করব?
মহা বিপদ!
স্বপ্ন দেখছি না তো?
মোটরের শব্দ...
নীচে একটা সাদা মানুষকে বুনো
মোষের দল তাড়া করেছে!
ওর নিশ্বাস আমার গায়ে
লাগছে...
ওকে বাঁচানোর চেষ্টা করি..

এ কী! দড়ির মই!
একটা গর্ত! ঢুকে পড়ি।

বাবা গো!
!

প্রাণ প্রায় গিয়েছিল, তাই না?

এই রে! আমার কুকুর ওখানে থেকে গেছে। নামতে হবে...
কিছুতেই না।

আমি কুট্টুসকে ছেড়ে কোথাও যাব না।
কুট্টুস?

তুমি কুট্টুস বললে? তার মানে তোমার নাম টিনটিন?
হ্যাঁ, আমি টিনটিন।

এক মাস ধরে আমরা তোমাকে খুঁজছি। তোমাকে ইউরোপে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের পাঠানো হয়েছে।

প্লেনের মুখ ঘোরাও। নামতে হবে এই ভদ্রলোকের নাম টিনটিন। ওঁর কুকুর কুট্টুস নীচের মাঠে পড়ে আছে। তাকে খুঁজে আনতে হবে...

এবার খুঁজতে যাই...

এই উঁচু জায়গাটার কাছেই কুট্টুসকে হারিয়েছিলাম...

কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

কুট্টুস!...কুট্টুস!...কুট্টুস!

বেচারা কুট্টুস! ওকে কি এই সাংঘাতিক জীবগুলো মেরে ফেলেছে?

ভৌ ভৌ!

কুট্টুস রে! এই ভদ্রলোক আমাদের দেশে ফেরত নিয়ে যেতে চান।
আবার বাড়িতে? কী মজা!

মনে হয়, তোমার জন্য একটা নতুন কাজ অপেক্ষা করে আছে। হয়তো তোমাকে রিপোর্টিং করতে শিকাগো যেতে হবে...

সব ঠিক আছে তো? চলো এবার, ওড়া যাক...
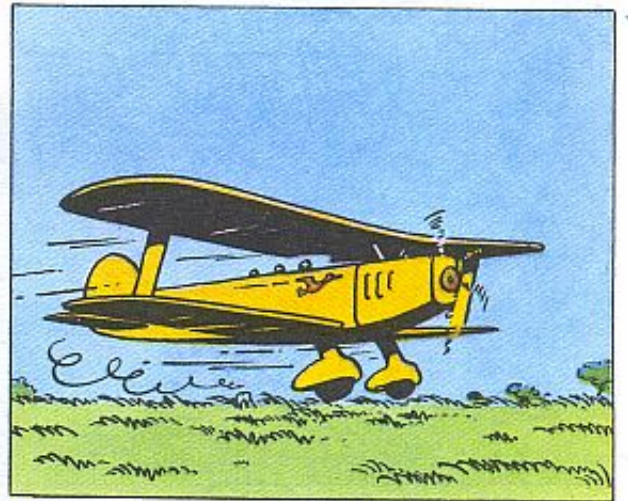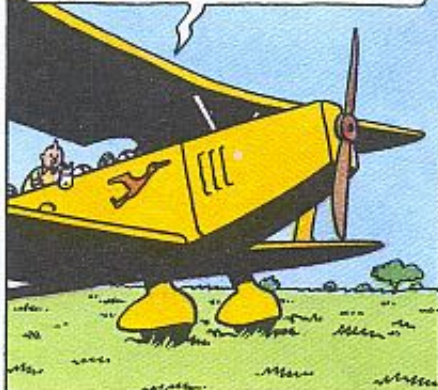
বিদায় আফ্রিকা। তোমার অনেক কিছুই আমার কাছে অপরিচিত থেকে গেল! এবার ইউরোপে ফেরার পালা...আমেরিকার খবরও নিতে হবে।

কাফে

ইউরোপের ছোট সাদা মানুষেরা যদি সবাই টিনটিনের মতো হত!

টিনটিনের মেশিনটা খুঁজে পেয়েছি...

এক বছর এক দিনের মধ্যে যদি ও না ফেরে, এটা তোরই হবে...

কান্না না থামালে তুই কোনওদিন টিনটিনের মতো হতে পারবি না!

টিনটিনের মতো বুলা-মাতারি আমি জন্মে দেখিনি।

কুট্টুসের মতো ভাল কুকুর আর কি দেখবি?

HERGÉ